দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP 16 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

শামসুন্নাহার হল ॥ কমিশন রিপোর্টের ভবিষ্যত নিয়ে সংশয়, অন্য দুই কমিটি রিপোর্টই দেয়নি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে গভীর রাতে পুলিশী নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জমা দেয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয় ও পুলিশ বিভাগের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এখনও জমা হয়নি। এই দু'টি কমিটির রিপোর্ট আদৌ জমা হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কার্যকারিতা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জমা হলেও দায়ীদের ব্যাপারে এখনও কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট রবিবার ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দারের কাছে জমা দেয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত জমা দেয়া হয়নি। তদন্তের সময়

(৭ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

শামসুন্নাহার হল ॥ তদন্ত

(৮-এর পাতার পর)

আরেক দফা বাড়িয়ে আরও এক সপ্তাহ পিছানো হচ্ছে বলে জানা গেছে। তবে কমিটির আহ্বায়ক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান জানান, রিপোর্টের কাজ শেষ পর্যায়ে, আগামী ৪/৫ দিনের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দেয়া হবে। ২৩ জুলাই গভীর রাতে শামসুন্নাহার হলে বর্বর পুলিশী হামলার পর তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে সরকার গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন দীর্ঘ ৩৮ দিন পর ৩ সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট জমা দেয়। রিপোর্টে শামসুন্নাহার হলের ঘটনার জন্য কয়েক পুলিশ কর্মকর্তা ও সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম এবং অপসারিত প্রভোস্ট অধ্যাপক সুলতানা শফিকে দায়ী করে ১১টি সুপারিশ করা হয়। কিন্তু রিপোর্ট জমা দেয়ার ১২ দিন পরও রিপোর্টের সুপারিশ কার্যকর করা হচ্ছে না। এ নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সত্যিই রিপোর্টের সুপারিশ কার্যকর হবে কিনা তা নিয়েই চলছে এখন জল্পনাকল্পনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দারকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্তু সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও প্রক্টর নজরুল ইসলাম ৩১ আগস্ট পদত্যাগ করলে অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার ভারপ্রাপ্ত হিসাবে উপাচার্যের দায়িত্ব নেন। তখন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান এবং ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর এএসএম আতীকুর রহমানকে সদস্য সচিব করে নতুন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটিকে দুই সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ ১৪ আগস্টের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা হয়নি। পরে আরও কয়েক দফা তদন্তের মেয়াদ বাড়ানো হয়। সর্বশেষ রবিবার রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা ছিল। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ইউসুফ হায়দার তদন্ত কমিটির সদস্য সচিবকে বলেছিলেন, ১৫ সেপ্টেম্বরের পর কোন অবস্থাতেই আর সময় বাড়ানো হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরেক দফায় সময় বাড়ানো হলো। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেয়া হবে। আজ সোমবার তদন্ত কমিটির এক মিটিং অনুষ্ঠিত হবে।

পুলিশের এডিশনাল আইজি মাসুদুল হককে প্রধান করে গঠিত পুলিশ বিভাগের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কেও কেউ কিছু বলতে পারছেন না। এ ব্যাপারে তদন্ত কমিটির বেশ কয়েক কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেও কথা বলা যায়নি। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় দেরিতে খোলার সিদ্ধান্তে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেক ছাত্রছাত্রী রবিবার এ প্রতিবেদকের কাছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে বিরূপ আচরণ করছে। সামান্য কারণ দেখিয়ে দিনের পর দিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রেখে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীরা নানা ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। দেখা দিচ্ছে তীব্র সেশনজট। অনেক শিক্ষকও তাঁদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

এদিকে রবিবার বুয়েটের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে দু'টি সভা কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে। সকালে শিক্ষকদের সঙ্গে এবং বিকালে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সঙ্গে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। দু'টি সভাতেই নতুন উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আলী মুর্তাজা সভাপতিত্ব করেন।

ছাত্রদল ঢাবির নতুন আহ্বায়ক কমিটির সভা

ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নতুন আহ্বায়ক কমিটির প্রথম সভা রবিবার ডাকসু ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সংগঠনকে চাঙ্গা করার জন্য ডিসেম্বরের মধ্যেই হল কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া যে কোন নেতাকর্মী সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক শফিউল বারী বাবুর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৩১ সদস্য আহ্বায়ক কমিটির সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শনিবার হাওয়া ভবনে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।